বাবা

প্রিয় বাবা হারিয়ে গেছে দূর অজানার বাঁকে জানি না সে কেমন আছে, কোথায় গিয়ে থাকে?

বাবা ছিলো আমার মনের সুখের বাকুমবাকুম তার বিহনে ঘোর বেদনা কোথায় ধরে রাখুম!

আমার আকাশ জুড়ে ছিলো পূর্ণিমারই চাঁদ বাবা ছিলো আমার কাছে বিধির আশীর্বাদ।

চলতে গেলে মনে পড়ে তার হারিয়ে যাওয়া
এখন আমার তাকে ছাড়া সুখটা হাওয়া হাওয়া। বাবা তুমি ফিরে এসো লুকিয়ে থেকো না
তুমি ছাড়া কেমন আছি এসেই দেখো না।

তোমায় ছাড়া ঘুম আসে না চাঁদ জাগানো রাতে তোমায় আমি খুঁজে বেড়াই বৃষ্টিস্নাত প্রাতে। হাত বাড়িয়ে ডাকছি তোমায় অভিমানটা ভুলে এসো ফিরে এসো আমায় নাও কোলে নাও তুলে।

বিজয়ের স্লোগান

স্বাধীনতা তুমি মিশে আছো নয়নের জলে
ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে ভেজা মাটিতে
আকাশে বাতাসে শুনি শহীদের প্রতিধ্বনি বুকফাটা কান্না হৃদয়ে তবুও শান্তনার বাণী। এলো ফিরে ষোলো ডিসেম্বর বিজয়ের মাস
ফুলে ফুলে সজ্জিত শহীদ মিনার বুকে দীর্ঘশ্বাস পাক হানাদের নির্মমতার চিত্র ভেসে ওঠে চোখে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিলো বাঙালির বুকে সোনালি অক্ষরে লেখা ইতিহাসে বাংলা মা’কে। আজও শুনি একাত্তরের সেই বিজয়ের স্লোগান

কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার মুক্তির জয়গান
স্বাধীন হয়েছি মোরা ভেঙেছি পরাধীনতার শিকল
জানিয়ে দাও সারাবিশ্বে উড়িয়ে দাও মায়ের আঁচল

মুজিবনগরে দুইদিন ব্যাপি সাহিত্যমেলা ও কবিতা উৎসবের উদ্বোধন

বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ের সাহিত্যিকদের সূষ্টিকর্ম জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধারার লক্ষ্যে মুজিবনগরে দুইদিন ব্যাপি সাহিত্য মেলা ও কবিতা উৎসব শুরু হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুইদিন ব্যাপি এই সাহিত্য মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

জেলা প্রসাশক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল কাদির মিয়া, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন,

উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান রাজিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রফেসর বিশিষ্ট সাহিত্যিক আল-আমিন ধুমকেতু, উপজেলা বিশিষ্ট কবি আনোয়ারুল আইয়ুব।

উদ্বোধন শেষে বিকেলে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকদের উপস্থিতিতে লেখক কর্মশালা ও সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে মুজিবনগর উপজেলার সাহিত্য কবিতা উৎসব উপলক্ষে সাহিত্যিক কবিদের রেজিস্ট্রেশন করা হয় উপজেলায় সাহিত্য মেলা কবিতা উৎসবে ৬টি ক্যাটাগরিতে ১০৬ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন।

বর্ষা এলে – ইলিয়াছ হোসেন

বর্ষা এলে আকাশ জুড়ে
মেঘের ভেলা ভাসে,
মেঘের ফাঁকে দিবাকরে
ক্ষণে ক্ষণে হাসে।

কখনো মেঘ ভারী হয়ে
অঝোর ধারায় ঝরে,
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির শব্দে হৃদয় আনচান করে।

পুকুর নদী খাল ও বিলে
যৌবন ফিরে পায়,
কদম কেয়া জুঁই কামিনী
সৌরভ যে ছড়ায়।

চাষির মনে খুশির জোয়ার জাম কাঁঠাল আমে,
হাট বাজারে বিক্রি করে মনের মতো দামে।

বর্ষার শোভায় মুগ্ধ হয়ে কাব্য লিখেন কবি,
চিত্রকরে তুলি দিয়ে
আঁকেন বর্ষার ছবি।

আত্মত্যাগে ঈদুল আযহা-পারভীন আকতার

এ ত্যাগ যেন জীবন উৎসর্গের মহিমা,
খোদার খুশিতে বাজিছে সুখ দামামা।

আরশে আজীম কলবের শীর্ষ মুত্তাকীন,
রহমানুর রহিম মহব্বতে আলা মুসাদ্দেকীন।

দৃঢ় ঈমানের বাহন হৃদয়ের ধারণ করে,
স্বীয় পুত্র গলায় শানিত তলোয়ার ধরে।

অঝোর কেঁদেছিল পিতার হৃদয়খানি, রহমাতুল্লিল আলামীনের এ সত্য বাণী।

আল্লাহু আকবর বলে যেই চালাল ছুরি,
খোদা খুশিতে দিশেহারা দুম্বা দিল ত্বরী।

ভালোবাসার ধনকে আত্মত্যাগ নিঃস্বার্থ,
তার চেয়ে বেশি আল্লাহ একমাত্র যথার্থ।

সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়া আদায় সর্বাগ্রে তাই,
ঈদুল আযহা ত্যাগের উৎকৃষ্ট মহিমা পাই।

সামর্থ্যে সুস্থ সুন্দর পশু কুরবানী দেই যাহা,
মনের যত পশু বধের মন্ত্রই ঈদুল আযহা।

পান্তাভাত – কনক কুমার

প্রামানিক

গরীব দূঃখী দিনমজুরে পান্তা ভাত খায়,
পান্তাভাত শীতল বড়
উগ্র প্রাণ জুড়াই।

ধনীরা সব পান্ত খায়
বৈশাখ এলে পরে,
পান্তা ইলিশ খায় ওরা লোক দেখানো তরে।

ধনীরা খায় শখের বশে
দীনেরা যে অভাবে,
পান্তা খেলে অসুখ তবু
গরম কোথা পাবে।

পেঁয়াজ ঝাল পান্তাভাতে
বড় তৃপ্তি পায়,
পান্তাভাতে বেজায় খুশি
ভালো কিছু না চায়।

ঝাঁজাল জৈষ্ঠ্য – হাফিজুর রহমান

করছেটা কী সূর্য কাকা
তাপে ঝড়াচ্ছে ঘাম,
জল দিতে চাইলে মেঘ
রেগে বলে থাম।

ফল পাকে জৈষ্ঠ্যমাসে তাপ ছড়ানো গরমে,

পশুপাখি হাঁপাচ্ছে সব
জনজীবন চরমে।

সুনসান নীরবতার রাতে
গোমড়া মুখের চাঁদ,
বুড়ি-কে বলে জ্যোৎস্নায়
বের কর না দাঁত।

আহারে!গরম -পারভীন আকতার

ইচ্ছে করে পুকুর নদীর জলে
ডুবে থাকি রাত দিন,
সবুজ শ্যাওলা জল ছলছলে
হারিয়ে দিক রুদ্র দিন।

বৃক্ষদেবীর পাতার আঁচলে নেই
ঝিরিঝিরি সেই হাওয়া,
গরম ভাপে পুড়ে ছারখার সবে ছেড়েছে খাওয়া দাওয়া।

শরীরখানায় ঝরছে ঘাম সেথা মাথা হতে পায়ের তালু,
কাপড় ভিজে ছোপ ছাপ ফেলে বৃষ্টি নামুক জাঁকালো।

মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় এলোমেলো করে ভূ তল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভ্যাপসা গরম হয় না তনু ঠান্ডা শীতল।

যেদিকে যাই আগুন ঝলসে
গরম গরম ভাবখানা,
টাকার গরম,জাতের গরম
কষ্টে মরছে জান খানা।

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],

বাংলা সাহিত্যে অমর তিনি মনে হয় জীবন্ত।

মনটা যে তাঁর সহজ সরল স্নেহ পূর্ণ প্রাণ,
নিপীড়িতের ভালোবাসায় তিনি চির অম্লান।

তিনি মোদের জাতীয় কবি আদর্শ যে মানবো,
অনুকরণ করবো তাঁকে
ভালো জীবন গড়বো।